দাবানল ও বৃষ্টি

মোঃ কবির উদ্দিন

ত্রিনয়ন প্রকাশন

প্রকাশক :

আতিকুর রহমান

ত্রিনয়ন প্রকাশন, গভ. স্কুল স্ট্রিট, দোলেশ্বর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১১ এবং নতুন জল্লার হাট সড়ক, বাহেরঘাট, উজিরপুর, বরিশাল-৮২২১ থেকে প্রকাশিত ।

ইমেইল : firstagrobd@gmail.com

মুঠোফোন : ০১৫১১১৮৩৬৩১

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

পরিবেশক : ত্রয়ী প্রকাশন ৩৮/এ,বাংলাবাজার, ঢাকা, www.rokomari.com

গ্রাফিক্স : সততা কম্পিউটার ৪৫ , বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ : জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স ২৮/১ প্যারীদাস রোড, ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী : সুদর্শন বাছার

বাঁধাইকরণ : আয়েশা বুক বাইন্ডিং, ২৭ রূপচান দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা- ১১০০ , ০১৭৬২৫৯৩৩৪৯

মুদ্রিত মূল্য : ৩০০.০০ টাকা US$ 5.00

ISBN : ৯৭৮-৯৮৪-৯৭১৪৫-৪-৫

কপিরাইট © প্রকাশক, ত্রিনয়ন প্রকাশন।

[প্রকাশক ও লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া যে-কোনো প্রক্রিয়ায় ত্রিনয়ন প্রকাশনের বইয়ের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে মেধাস্বত্ব অধিকার ও কপিরাইট আইনে ব্যবস্থা গৃহীত হবে।]

লেখক ও প্রকাশক কর্তৃক সকল স্বত্ব সংরক্ষিত।

অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটির জন্য মার্জনা করবেন।

'দাবানল ও বৃষ্টি' গল্প গ্রন্থের গল্পগুলো আশা করি ভালো লাগবে সবার। আমরা যখন কোনো গল্পে এমন কথা শুনতে পাই,"আপনার কথার মায়ায় পাগল ভালো হয়ে যায় আর ভালো মানুষ পাগল হয়ে যায়!" তখন আমরাও বিমোহিত হয়ে যাই। গল্পকার অবলীলায় মানুষের দুঃখ কষ্টগুলোর অংশীদার করে ফেলেন পাঠককে ।

"কাঠ মিস্ত্রী তালেব শুয়ে থাকে, কিন্তু চোখে ঘুম আসে না। কাঠের কাঠ পোকাগুলো যেন তার মাথায় কুট কুট করে কামড়াতে থাকে!" তার লেখায় আমরা দারুণ প্রেমের প্রকাশ দেখতে পাই-

"বুকের ভেতর ব্যথার দাবানল আর চোখে লোনা জলে সিক্ত বাঁধন। তার সে অশ্রু বৃষ্টি হয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাকে। আমি মুজিব সড়ক ধরে হাঁটতে থাকি। আমার দশ মিনিট হাঁটার রাস্তাটা যেন শেষ হয় না কিছুতেই!

"তোমার কপালের সেই কাটা দাগের চিহ্ন কি এখনও আছে? তুমি অনুমতি দিলে উড়াল দেব বিদেশ থেকে। তোমার কপালে আলতো করে ছোঁয়া দেবো। সেই কাটা দাগ টিপ হয়ে থাকবে, মুছে যাবে কষ্ট রেখা। "

এ ্গল্পগ্রন্থে আমরা খুঁজে পাই নির্ভেজাল হাসির খোড়াক।

"তাদের ছয়জন একযোগে কাঁচাগোল্লার মতোই মিষ্টি হাসি দিল।"

"আপনারা তো খুব রসিক। আপনাদের অসুখটা কী!

" আমাদের বুক ধড়ফড় করে।"

আপনাদের কথা শুনে আমারও বুকের মধ্যে ধড়ফর শুরু হইছে। এটা কি ছোঁয়াচে রোগ?"

এ বইয়ের গল্পে ডুব দিলে আমরা দার্শনিক তত্ত্বের উপস্থিতি পাই।

"জানালা দিয়ে আলতো করে চায়ের প্রিয় কাপটা চলন্ত ট্রেন থেকে ছেড়ে দিলেন। কাপটা ভেঙে গেল কিনা বোঝা গেল না। সব ভাঙার শব্দ বোঝা যায় না।"

মোঃ কবির উদ্দিন ১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বনবাড়ীয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ছোটোবেলা থেকেই তার ইচ্ছে ছিলো ডাক্তার হওয়ার। কিন্তু হয়েছেন ব্যাংকার। বর্তমানে এসপিও হিসেবে কর্মরত আছেন সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগে।

সদা হাসিখুশী আর বন্ধুপ্রিয় মানুষটির স্কুল জীবন থেকেই সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি প্রচন্ড দূর্বলতা। তাই তো ব্যাংকিং চাকুরীর মতো নিরস কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করলেও তার লেখায় আমরা খুঁজে পাই রসের ভান্ডার। গল্প, কবিতা লিখে যাচ্ছে সে সমান তালে।

বন্ধু মহলের আড্ডাটাও জমে ওঠে যখন কবির সেখানে হাজির। কলিগদের মনে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায় কবির সাহেবের সান্নিধ্যে।

তার কথায় যেমন আমরা মুগ্ধ হই, তেমনি তার গল্পেও বিমোহিত হই। হালকা রসের মধ্যেও থাকে কোনো না কোনো বার্তা।

তার প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘দাবানল ও বৃষ্টি’ আশা করি ভালো লাগবে সকলের। স্ত্রী আলেয়া বেগম আর দুই ছেলে নিয়ে মধুর সংসার তার।

প্রকাশকের কথা

জ্ঞান অর্জনের তৃষ্ণা এখন আর তেমন চোখে পড়ে না এই কথা আমি মানতে নারাজ। কারণ বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে এখনো যে পরিমাণ পাঠক কিংবা জ্ঞান পিপাসু রয়েছে তা সত্যিই আমাদের আশান্বিত করেছে। এই জ্ঞান পিপাসু থেকেই অতীতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, গবেষক, শিল্পী অথবা কোনো একজন রবীন্দ্রনাথ-নজরুল সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক তেমনি ভবিষ্যতেও এই জ্ঞান পিপাসুদের মধ্যে থেকেই মনুষ্যত্ব ও শিল্প সাহিত্যের চর্চার দ্বার উন্মোচিত হয়ে বিকশিত হবে। আদর্শহীন মানুষগুলোই এখন সবার পছন্দ হলেও একসময় এগুলো আর ভাইরাল হবে না। তখন আদর্শের মানুষগুলোই আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণ করে নতুন প্রজন্মকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একসময়ের শিক্ষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক, আইনজীবী, অনুবাদক, কবি, সাহিত্যিক, লোকবিজ্ঞানী, দার্শনিক, জ্ঞানতাপস ও ভাষাসৈনিক হিসেবে সর্বস্তরের মানুষের মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নেয়া ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর আদর্শ ও কর্মের মধ্যে দিয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

আমরা গল্পগুচ্ছের বইটি দাবানল ও বৃষ্টি পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে জ্ঞানের তৃষ্ণা সৃষ্টির যে প্রয়াস শুরু করেছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাস্তবতার আলোকে গল্পগুলো যেভাবে লেখকের হাতে শিল্প ও ছন্দের মাধ্যমে রচিত হয়েছে তাতে পাঠকের মনকে আনন্দ ও বেদনায় ভরিয়ে দিবে। ডিজিটাল ও অনলাইন মাধ্যমে পাঠকের সংখ্যা যখন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন হার্ডকভার বইয়ের পাঠক ধরে রাখাই অনেকটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় প্রকাশকদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করে প্রকাশনা শিল্পকে এগিয়ে নিতে হচ্ছে। নতুন ও পুরাতন প্রতিথযশা সাহিত্যিক, লেখক যারা এই শিল্পকে তাদের মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে পাঠকদের নিকট আরো জনপ্রিয় করেছেন, তাদের সেই অবদান অতুলনীয়। পরিশেষে এইটুকুন নিবেদন ফসল ঘরে তোলার মধ্যে যে আনন্দ, ঠিক তেমন আনন্দ পাঠকের হাতে একখানা বই তুলে দেয়ার মধ্যে।

ক্যাশিয়ার সাহেব

ক্যাশিয়ার সাহেব, আমি আপনার ব্যাংকে একটা একাউন্ট খুলতে চাই।
কী করতে হবে?
কত টাকা জমা দিতে হবে?
আপনাদের এ ব্রাঞ্চে কি লকার আছে?
আমি আমার জমানো সব ভালোবাসা যদি লকারে রাখতে চাই তাহলে কীভাবে রাখতে হবে, প্লিজ বলুন।
হলুদ রঙের পোষাক পরা লিকলিকে মেয়েটি সুগন্ধি নারিকেল তেলের বিজ্ঞাপনের মডেলের মত দীঘল চুলের বেনি দোলাতে দোলাতে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলা শেষ করে থামল। পশ্চিমের ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম আভা তার মুখে পড়ে বেশ লাগছিল। তার সাথে থাকা মেয়েটি দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আমি মুখে বিরক্তির ভাব নিয়ে বললাম, ”দেখুন আমি আপনার জন্য এই পার্কের ভিতর ব্যাংক খুলে বসিনি। একাউন্ট খুলতে হলে আগামীকাল ব্যাংকে আসুন। মেয়েটি এবার খানিকটা অবাক হল।
: তারমানে আপনি ব্যাংকার!
আমি একটু চটে গিয়ে বললাম, “আমি যদি ব্যাংকার না হই তাহলে আমাকে ক্যাশিয়ার সাহেব বললেন কীভাবে”!
চটপট মেয়েটির জবাব: “সরি। ঘটনাটা কাকতালীয় বা বক তালিয় যাই বলুন না কেন, আসলে আমাদের একটা গ্রুপ এখানে এসেছি একটা নাটিকা তৈরি করতে। ইউ টিউবে ছাড়ব। ঝামেলা বাধিয়েছে নায়ক মহাশয়! উনার নাকি আজ হঠাৎ করেই চাকুরীর ভাইভার ডাক পড়েছে। তাই তিনি আসতে পারেননি”।
সুন্দর ভোকাল কর্ডের মালিক মেয়েটি বলেই চলছে।
“টিমের সদস্যরা চলে গেল। আমি আর ইরিন ভাবলাম নাটকের ডায়লগ মনে আছে কিনা একটু রিহার্সেল করি”।

“তারমানে আমাকে দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন”!
“ ঠিক আছে, চাইলে আপনাকে দিয়েই নায়কের ভূমিকায় অভিনয়

করানো যাবে। চেহারাটা আপনার মোটামুটি আছে। নাটকের পরিচালক মোস্তাক স্যারকে বললে আপনাকে নিতে পারেন”।

দু পাশের বেনি ডান দিকে এনে দোলাতে দোলাতে বলল,“অবশ্য আপনি যদি রাজি থাকেন”।

“ ভদ্রতা কিছুটা জানেন তাহলে! বাস্তবতা হলো আমি অভিনয় জানি না। এ কর্ম আমার দ্বারা সম্ভব নয়”।

: দেখুন, সুযোগটা হাত ছাড়া করবেন না। তাহলে জীবনেও নায়ক হতে পারবেন না। এই নিন এখানে আমার মোবাইল নম্বর লেখা আছে। রাজি থাকলে এক চাপুন বলেই দ্রুত উধাও হলো সে।

গ্রামের বাড়ি দিনাজপুর যাওয়া না হলে প্রায় প্রতি শুক্র, শনিবার বঙ্গবন্ধু সেতু ইকো পার্কে বিকাল বেলায় সময়টা ভালই কেটে যায়। কিন্তু আজকের বিকেলটা পানসে হয়ে গেল। ইংরেজ লেখক সাকির ছোট গল্প Dusk এর কথা মনে হল। “Dusk, to his mind, was the hour of the defeated.” আমার কাছে আজকের এই গোধূলি বেলায় নিজেকে পরাজিতদের দলে মনে হচ্ছে।

কর্মস্থল সোনালী ব্যাংক সদানন্দপুর শাখার খুব কাছের একটা বাসার দ্বিতীয় তলায় থাকি। গ্রাম্য বাড়ি। চারিদিকে খোলা মেলা। কাজের খালা যমুনার পাবদা মাছের ঝোল, ডাল আর সবজি করে রেখে গেছেন। সদস্য আমরা দুই জন। অন্য জন তারেক সাহেব যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার । তিনি ছুটিতে আছেন। ক্ষুধা লেগেছে প্রচন্ড। কিন্তু পাবদা মাছের ঝোল মোটেও স্বাদ লাগছে না।
পুরো খাবার শেষ করতে পারলাম না। ভাগ্যিস এখানে মা নেই।
পেট ভরে না খাওয়ার জন্য অনেক কৈফিয়ত দিতে হত।
অবশ্য মাঝে মাঝে কৈফিয়ত দেয়ার মধ্যেও মজা আছে।
কিছুই যখন ভাল লাগছে না, তখন বই পড়া যাক। জেন অষ্টিনের প্রাউড এন্ড প্রেজুডিস । ক্লাসিকাল উপন্যাস। এলিজাবেথ এবং ডারসীর প্রেম, রাগ

অনুরাগ আর আবেগ অনুভূতির সুন্দর বুননে গাঁথা এই উপন্যাস রিভিশন দেয়া শুরু করলাম। তাতেও মন ভরছে না। এবার পকেট থেকে কাগজটা বের করলাম। সেই মেয়েটির মোবাইলে কল দিলাম।

অপর প্রান্ত থেকে: হ্যালো, কে বলছেন।
: আমি সুজন বলছি, ব্যাংকার।
: ওকে, আমি ইরা বলছি। সরি, ওভাবে চলে আসা ঠিক হয়নি। ক্যাশিয়ার সাহেব, আপনি কি প্রস্তাবে রাজি?
মেজাজটা খারাপের শেষ ধাপে পৌঁছে গেল। ব্যাংকে ছোট বড় সবাই বলে ক্যাশিয়ার সাহেব। আমার পদবী অফিসার ক্যাশ। সেটা কেউ মানবে না। অনেকে অবজ্ঞা করে। ক্যাশ সেকশনের অফিসার বলে নিম্ন শ্রেনীর অফিসার মনে করে। একই সার্কুলার, একই নিয়োগ, একই বেতন কাঠামো কাজ দুই সেকশনের । তবে কেন দূরত্ব তৈরী! জমা ভাউচারেও ক্যাশিয়ার লেখা। কিন্তু ইরার উপর মেজাজ দেখানো ঠিক হবে না। সে তো এসব বোঝে না।
নিজেকে সংযত করে বললাম,"আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি না। আর শুনুন, আমি কিন্তু ক্যাশিয়ার না, অফিসার ক্যাশ।
ইরা- "ওকে। আমি কি আগামীকাল বিকেলে পার্কে আপনার সাথে দেখা করতে পারি"!
:" আসতে পারেন। ঠিক বিকেল চারটায়"।
আল্লাহ হাফেজ বলে ইরা লাইন কেটে দিল।
শনিবার একবেলা ব্যাংকে কাজ করে দুপুরে রুমে চলে এলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে একটু রেস্ট নিয়ে চারটার দশ মিনিট আগেই আমি হাজির। ইরা তার আগেই এসে বসে আছে। আমাকে দেখেই বলে উঠল, ব্যাংকারদের বউয়ের অন্তত গাইতে হয় না, আমি কার জন্য পথ চেয়ে রব/ আমার কি দায় পড়েছে। কারণ ব্যাংকাররা খুব পাংচুয়াল।
আমি: আমার তো বউ নেই, গানও গায় না।

আমরা একটা বেঞ্চে বসে আছি। বানরের খাচার কাছে একটা ছেলে

দাঁড়িয়ে। তার হাতে বাদাম ছিল।
বানর লোহার রডসহ ছেলেটির হাতের কব্জি ধরে ফেলল। ইরা দ্রুত তার হাতের বাদাম বানরের দিকে ছুড়ে দিল। বানর ছেলেটির হাত ছেড়ে দিয়ে বাদাম খেতে লাগল। ছেলেটি অক্ষত রইল। তার বাবা মা ইরাকে অনেক দোয়া করে চলে গেল।

আলাপ-চারিতায় জেনে নিলাম ইরা সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। মা নেই। বাবা আর বড় এক ভাই আছে। ভাই রাজশাহী কলেজের টিচার। বাবা অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক।
আমি মাঝে মাঝে ইরাদের বাড়িতে যাই। তার বাবা অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। এই বয়সেও প্রচুর বই পড়েন। তার কাছেই একদিন জানতে পারি ইরা জার্নালিজম নিয়ে পড়তে চায়।
প্রায় চারটা বাজে। লেনদেন বন্ধ হবে এমন সময় টাকা জমা দিতে ইরা ব্যাংকে। টাকা জমা দিয়ে নিচের ফ্লোরে ইরা নেমে যাবার পর আমিও নিচে নামি।
: কী ব্যাপার বলতো, আঙ্কেল তো লাঞ্চের আগেই এই টাকা তুলে নিয়ে গেলেন। এখন আবার জমা দিতে এলে কেন?

"তাই না কি! আমি তো জানি না। বাবা বললো, টাকাগুলো জমা দিয়ে আসো। তাই এলাম।
আমি বললাম, চলো চা খাই।
: না, সময় নেই। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা।
ক্যাশিয়ার সাহেব কী ভুলে গেলেন!
ইরা চলে যায়। আমি সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায় উঠছি। ইরার মুখে ক্যাশিয়ার সাহেব শুনতে বেশ ভাল লাগে। অন্য কেউ বললেও আর মন খারাপ হয় না।

রাত দশটার পর ইরার ফোন।
সামনে পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে মা আমার কত এক্সট্রা কেয়ার নিত! এসব ভাবতে ভাবতে মন খারাপ হয়েছিল। চোখে পানি। আড়াল থেকে বাবা

দেখছিলেন। বাবার ধারণা আপনার সাথে দেখা করলে আমার মন ভালো হয়ে যাবে। তাই বিনা কারণে টাকা জমা দিতে আমাকে ব্যাংকে পাঠিয়েছিলেন।
: ওকে, মন ভালো হয়েছে। এখন স্টাডি করো। সামনে এক্সাম।
: নাটকে যেমন বিজ্ঞাপন বিরতি দেয়, তেমন মোবাইল বিরতি দিয়েছি। দশ মিনিট। আমাকে একটা কবিতা শোনাবেন।
: আমি তো আবৃত্তি জানি না।
: আপনার প্রতিটি কথাই আমার কাছে কবিতা মনে হয়।
: ঠিক আছে, প্রশংসার সাগরে ভাসানোর দরকার নেই। পরে কিন্তু সাগরে ডুবে মরব। হাতের কাছে ছিল পূর্ণেন্দু পত্রীর কথোপকথন।
আমি পড়ছি,
"একটা যুবক এসে যুবতীর
কাছাকাছি বসেছে যখন।
নন্দিনী! তোমার মনে পড়ে?
মামা শ্বশুরের মত বিচক্ষণ মুখভঙ্গি করে
একবার এক বুড়ো হাড় এসে প্রশ্ন করেছিল,

মেয়েটির সঙ্গে কেন এত মাখামাখি
মেয়েটির মধ্যে কোনো গুপ্তধন আছে- টাছে নাকি?
লুকোনো এয়ারপোর্ট আছে?
জালনোট ছাপাবার কারখানা আছে?
আন্তর্জাতিক কোন পাচারচক্র আছে?
তাহলে কিসের জন্য ছুঁচ ও সুতোর মত
শীত- গ্রীষ্ম এত কাছে কাছে?"
"ধন্যবাদ। উত্তর পরে হবে। এখন এক্সামের প্রশ্ন উত্তর তৈরী করতে হবে। শুভরাত্রি ।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। এখনও ক্যাশ মিলছে না। পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘাটতি। আমি ডিটেক্ট করলাম হাজী জামাল এন্ড সন্স এর ম্যানেজার সালাম মিয়া কে ভুলক্রমে পাঁচশ টাকার বান্ডিল এর পরিবর্তে এক হাজার টাকার

বান্ডিল দিয়েছি। ম্যানেজার স্যার সহ সবাই তার দোকানে গেলাম। সালাম মিয়া কোন ভাবেই বেশি টাকা নেয়ার কথা স্বীকার করলেন না। আমাকেই জরিমানা দিতে হবে।

আমার থাকা খাওয়ার খরচ বাদে সব টাকা বাড়িতে পাঠাতে হয়। একাউন্টে মাত্র দুই হাজার টাকা ব্যালান্স আছে। ব্যাংকের সব দরজা জানালা বন্ধ। কেউ একজন দরজায় নক করছিল। ইরা এসেছে। হাতে তার বাবার স্বাক্ষর করা পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক আমার হাতে দিয়ে বলল, হিসাব মিলিয়ে নিন। আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। ইরা চলে গেল।

মেসেঞ্জার সাইফুল বলল সে ইরাদের বাড়িতে গিয়ে ঘটনা খুলে বলে। তখন আঙ্কেল চেক দিয়ে ইরাকে পাঠিয়ে দেয়।
সাদা ড্রেসে ইরাকে পরী পরী লাগছে।
এক্সাম শেষ। এবার রেজাল্ট এর অপেক্ষা আর ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি। আগামী সপ্তাহে রাজশাহী যাবে ভাইয়ের বাসায়। বাবা মেয়ে দুজনেই যাবে।
: আচ্ছা ইরা, তুমি যদি জার্নালিজম পড়ে বড় সাংবাদিক হয়ে যাও তবে তোমার প্রথম রিপোর্ট কেমন হবে? আমি বলি।
: একটা বড় রিপোর্ট হবে, কড্ডার মোড়ে ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ নিয়ে। কি বুঝলেন ক্যাশিয়ার সাহেব?
: গুড আইডিয়া। চল উঠি আকাশ খুব মেঘলা।
ইরা উঠে দাঁড়াল আর গুন গুন করে গাইতে লাগলো, আকাশ অনেক মেঘলা যেয়ো নাকো একলা।
ইরা আমার কাছে থেকে গুন গুন করলেও কেন জানি মনে হচ্ছে যমুনার জলতরঙ্গ পার হয়ে ইকো পার্কের সবুজ গাছের কচি পাতার পরশ পেয়ে এক মায়াময় ঐকতান তৈরী হচ্ছে। আমি একবার সবুজ বনানী আর একবার ইরার দিকে তাকিয়ে খেই হারিয়ে ফেলি ।

বয়স্ক মানুষ জনে আজ ব্যাংকে পা ফেলার জায়গা নেই। সবাই ভাতা নিতে

এসেছে। বেলা সাড়ে বারটার দিকে সবাই বলাবলি করছে কড্ডার মোড়ে এক্সিডেন্ট হয়েছে। এই এলাকায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। সবার বিষয়টা গা সওয়া হয়ে গেছে। মানুষের আফসোসের তীব্রতা ভোঁতা হয়ে গেছে। মনোযোগ দিয়ে পেমেন্ট দিচ্ছি। মেসেঞ্জার সাইফুল আমার কাছে এসে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। স্যার ঐ আপা, যে চেক দিছিল উনি--- সাইফুল আর বলতে পারে না।

আমার বাকরুদ্ধ। দৌঁড়ে গিয়ে দেখি থেতলানো ইরার দেহটা পাকা রাস্তায় পড়ে আছে। তার বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার সাথে দেখা করার জন্য রাস্তার ওপাশে যাচ্ছিল। কিন্তু এক পা বাড়ানোর সাথে সাথেই দানব বাসটা সব শেষ করে দিল।

দুই বছর পর কড্ডার মোড় এসে যা ভাবছি এখন তা শুধু অতীত। বদলি হয়ে দিনাজপুর গিয়েছি। চাকুরীতে পদোন্নতি পেয়েছি, কড্ডার মোড় সুন্দর ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে।

শুধু ইরা নেই। তার স্বপ্নগুলোও নেই।
আমি ওভার ব্রিজের নিচে ডিভাইডারের দিকে এগিয়ে যাই। ঠিক যেখানটায় ইরার দেহটা পড়েছিল।
আমার মাথার ভিতর উলোট পালোট হয়ে যায়। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মনে হচ্ছে যমুনার চরের সব কাশফুল এখানে এনে বিছানা করা হয়েছে। সেই কাশফুলের বিছানায় সাদা পোশাকে শুয়ে আছে ইরা।
আমি দ্রুত পা চালাই ইরাকে ধরার জন্য। হঠাৎ কে যেন বলে ওঠে ”ক্যাশিয়ার সাহেব সড়ে দাঁড়াও, গাড়ি আসছে”!!

আমি আচমকা পড়ে যাই রাস্তার পাশে। সাঁই সাঁই করে গগন বিদারী হর্ণ বাজিয়ে গাড়িগুলো ছুটে চলছে গন্তব্যে।

আমার গন্তব্য কোথায়, আমি তা জানি না!!!

ডাক্তারের চেম্বারে

আমার সিরিয়াল ১১৩ জনের পরে। তবে এরই মধ্যে অনেক রোগী দেখা শেষ। আমার সিরিয়াল আসতে আরো ঘণ্টা খানেক লাগবে। বাইরে হালকা বৃষ্টি। রোগীদের বসার রুমে প্রচন্ড গরম। ফ্যানের বাতাস সবার গায়ে গরম সমবন্টন করে দিচ্ছে।

আমার সামনে বসা দুই তরুনী গরমে ছটফট করছে। এক রোগীর সাথে এক বা একাধিক সহকারী আছে। আমার সাথে অবশ্য কেউ নেই। আমি তরুনীদের উদ্দেশ্যে বললাম," আপনারা কি দুজনেই রোগী? "

”আমরা দুজনেই রোগী। কিন্তু ডাক্তার দেখাবো একজন। আমাদের দুজনের একই অসুখ। এক প্রেসক্রিপশনের ওষুধ দুই জনে খাবো।”

একজনকে থামিয়ে দিয়ে আরেকজন,

”আমরা আবার দুই জনে সকল ওষুধ খাবো না। যে ওষুধ সকাল আর রাতে লেখা থাকবে, সেগুলো একজন সকালে খাব, আরেক জন রাতে।
আমি বললাম,
”যেগুলো তিন বেলা লেখা থাকবে তার কি হবে? ”
এবার প্রথম জন যাতে লিপস্টিক মুছে না যায় এমন সতর্কতার সাথে ঠোঁট বাঁকা করে বলল,

”আমরা দুইজন দুই বেলার ওষুধ খাব আর দুপুরের ওষুধটা আপনি খাবেন।”
দুইজন একসাথে বলল, " হুম "।

আপনারা তো খুব রসিক। আপনাদের অসুখটা কী!

"আমাদের বুক ধড়ফড় করে।"

”আপনাদের কথা শুনে আমারও বুকের মধ্যে ধড়ফর শুরু হইছে। এটা কি ছোঁয়াচে রোগ?

”এটা কোন ধরনের রোগ আপনার বুকে হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন। তবে আমরা চলে গেলে আপনার অসুখ ভাল হয়ে যাবে। আমাদের সিরিয়াল এসেছে আমরা বিদায়।”

তারা হাসতে হাসতে চলে গেল।

পূর্ব কর্নারে একটা রুমে বয়স্ক এক চাচা ঢোকার চেষ্টা করছে। সিরিয়াল তত্ত্বাবধানের মেয়েটি তাকে বারণ করছে,
”চাচা ওটা টয়লেট না। ব্রেস্ট ফিডিং রুম! ”

বৃষ্টি পড়া থেমেছে।একটা মোটর সাইকেল এলো। তিন জন যাত্রী। সামনে পিছনে ছেলে মানুষ। মাঝখানে একটা যুবতী মেয়ে। মেয়েটার মাথা এলিয়ে পড়ছে। নিরব মেয়েটির এলোমেলো চুলে মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না।

অপেক্ষাকৃত কম বয়সিকে জিজ্ঞেস করলাম,
”মেয়েটার কী হয়েছে? ”

সে পিটপিট চোখে তাকিয়ে বলতে লাগল,
”বিষ পান করছে। যে ছেলেকে পছন্দ করত, সেই ছেলে যৌতুকের লোভে অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছে। সেই অভিমানে এ কাজ করেছে। আমি যৌতুক ছাড়াই বিয়ে করতে রাজি আছি, ও রাজি হয় না। এখন হবে। অতো দেমাগ ভালো না।’

আমি একটু গলা উচুঁ করে বললাম, সে বাঁচে কি না তার হিসাব না করে বিয়ের কথা ভাবছিস। বেয়াদব কোথাকার।

ছেলেটার থামার কোন লক্ষণ নেই। উল্টো আমাকে বলে, ভাই জান, আপনার যদি ওকে বিয়ে করার ধান্দা থাকে বলেন। আমি নিজের নাম প্রত্যাহার করব।

আমি কিছু বলার আগেই সে মেয়েটার সাথে এখান থেকে বেরিয়ে গেল।্ চেম্বারে বিষ খাওয়া রোগী দেখা হয় না।

”ঝর্না বেগম আছেন না কি? ঝর্না বেগম।”

ঝর্না বেগম আছে। কিন্তু রিপোর্টের কাগজপত্র তার স্বামীর কাছে। স্বামী বাইরে গেছে। তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঝর্না বেগমও ঢুকতে পারছে না। নেক্সট সিরিয়াল শুরু হল।

ঝর্না বেগমের স্বামী এলো। আমি বললাম, " ভাই কোথায় গেলেন। আপনার স্ত্রীর সিরিয়াল পিছে পড়ে গেল।

সে আমাকে ফিসফিস করে বললো,
”ভাইজান, সিগ্রেট খাইতে গেছিলাম।

আশপাশের দোকানে কম দামের তা নাই। তাই একটু দূরে যাওয়া লাগলো।

”আজ একটু বেশি দামের সিগারেট খেতেন।”
”না ভাই। বেশি দামের সিগ্রেটে স্বাদ নাই। মিষ্টি মিষ্টি লাগে। কড়া কড়া ভাব নাই। মিষ্টি খাওয়ার সাধ জাগলে মিষ্টিই খাইতাম। সিগ্রেট কেন? কোম্পানি তা বোঝেনা।”

”সিগারেট নিয়ে অনেক জানা হল। আপনাকে ধন্যবাদ।”

--- রায়হান আছেন। রায়হান।

আমার সিরিয়াল এসেছে। আমি ভিতরে গেলাম।

ডাক্তার বললেন, "বলুন আপনার কী প্রবেলম।"

-- ডাক্তার সাহেব, এখন কোন প্রবলেম খুঁজে পাচ্ছি না। তবে ঘণ্টা খানেক আগে আমার বুকের মধ্যে ধরফরানি ছিল। এখন নাই।

আপনি লেখক?

--- একটু আধটু লেখার চেষ্টা করি।

ডাক্তার কলম থামিয়ে আমার মুখোমুখি হয়ে বললেন,
--- কিছুক্ষণ আগে দুইজন ইয়াং লেডি এসেছিল। ওরা আমাকে বলেছে যে একটু পরে একজন লেখক আসবে। তবে লেখকদের সাধারণত লম্বা চুল থাকলেও উনার মাথা ক্লিন সেভ করা।

ওরা আপনার ভাবির বোন। দুজনেই আপনার লেখার ভক্ত। তাই আপনার সাথে যে কথা বার্তা বলেছে ওগুলো আপনার গল্প লেখার প্লট হিসাবে নেয়ার অনুরোধ করেছে। বিনিময়ে গল্পের কাহিনীতে ওদেও দুই বোনের নাম ময়না, টিয়া যেন থাকে। তাতেই ওরা খুশি। আর এই আপনার পাঁচশ টাকা ফেরৎ নিন। আবার যেদিন অসুখের কথা মনে পড়বে,চলে আসবেন। সেদিন টাকা নেব। আমি এখন উঠব।

আমিও উঠে বাইরে এলাম।

সিরিয়ালের মেয়েটিকে বললাম, আমার নাম ধরে আবার একটু ডাকেন তো! আমার মা এভাবে সুন্দর করে আমাকে ডাকতো।

মেয়েটি অসম্ভব রকম ক্ষেপে গেল।
--- আমার কী এত বয়স হয়েছে যে আপনার মায়ের মতো
লাগছে ! অসভ্য কোথাকার।

-- দেখুন, বউয়ের মতো বলতে পারছি না। কারণ বউ নাম ধরে ডাকে না। বাবু বলে ডাকে। অবশ্য আমাদেরও একটা ছেলে বাবু হলে প্রেক্ষাপট পাল্টে যেতে পারে।
মেয়েটি ডাক্তারের পিছু পিছু রওনা দিল। আমিও রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। রিকসা খুঁজছি।

সামনে দাঁড়িয়ে সেই দুই লেডিস। দুজনের হাতে ফুলের তোড়া।

" আপনার গল্পে আমাদের নাম থাকবে। তাই অগ্রিম শুভেচ্ছা।" দুই জনের কোরাস।

আমার দুই হাতে দুইটি তোড়া ধরিয়ে দিয়ে বলল,
" তাড়াতাড়ি রিক্সায় উঠুন। তানাহলে আপনার বুক ধরফর বেড়ে যাবে।"

আমি রিক্সায় উঠে বসি। টুং টুং শব্দ করে রিক্সা চলছে। আমার বুকের ভিতর কোন শব্দ হচ্ছে কিনা তা বুকে হাত দিয়ে বুঝতে পারছি না। কারণ আমার দুই হাতে দুইটি ফুলের তোড়া।

----++---------------

দাবানল ও বৃষ্টি

ডিজিএম স্যার কনফারেন্স করতে ঢাকা যাবেন। আগের দিন তার রুমে আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন," আলম সাহেব, আমি আগামীকাল অফিসে থাকব না। সব আপনাকেই সামলাতে হবে। যদিও আনিস সাহেবের চেয়ে আপনি জুনিওর তবুও আপনাকেই বলে যাচ্ছি সব দেখভাল করতে। আনিস সাহেবের পক্ষে সব ম্যানেজ করা সম্ভব না"।
আমি ওকে বলে সম্মতি জানাই। স্যার মনে তৃপ্তি নিয়ে অফিস লিভ করেন।
স্যারের অনুপস্থিতিতে দিনটা ভালোভাবে শেষ হতে নিয়েও হলোনা। বিকেল বেলা একটা ঝামেলা হল।
কিছুদিন আগে একটা লোন নেয়ার জন্য স্যারের কাছে দুই লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে যে লোকটা এসেছিল, আজ সে আবার এসেছে। আমাদের স্যার খুব সৎ এবং সব দিক দিয়ে ভালো মানুষ। সেদিন স্যার তাকে অনেক বুঝিয়ে এবং শেষ মুহূর্তে পুলিশের ভয় দেখিয়ে বিদায় করেছেন। আজ স্যার নেই। আমি খুব বিব্রত! কি করা যায়! লোকটাকে ডেকে আমার পাশে বসালাম। তার কথা শুনে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।
তিনি বললেন," সে দিনের কাজের জন্য আমি লজ্জিত, আপনাদের স্যারের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।" খুব খুশী হয়ে উনাকে চা নাস্তা করিয়ে বিদায় দিলাম।
রাত আটটায় অফিসের তিনতলা থেকে নিচে নেমে এলাম। মালি হাসেম দুটো কসমস ফুল আমার হাতে ধরিয়ে দিল।
--স্যার, ফুল দুইডা আপনার জন্য।
হাসেম কে ধন্যবাদ জানিয়ে গেটের বাইরে আসতেই মোবাইলটা বেজে উঠল।

হাঁটতে হাঁটতে মোবাইল স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখি অনেকদিন পর বাঁধনের ফোন। অস্ট্রেলিয়া থেকে।
অপর প্রান্ত থেকে সেই কণ্ঠ, যে কণ্ঠ একবার শুনলে কেউ কোনোদিন বলবে না, আপনি কে বলছেন।
এমনই ভিন্ন আর জাদু মাখা কণ্ঠ যা ভুলবার নয়, ভোলা যায় না। সুরেলা মধুর অমীয় কণ্ঠ।
" কেমন আছো" । সে জানতে চায়।

"আমি ভাল আছি। তুমি!
"ভাল আছি। সময় চলে যাচ্ছে সময়ের মত। আমি একা একা ঘুরছি সিডনি অপেরা হাউজে।
তুমি এখন কোথায়?
"অফিস থেকে বের হলাম মাত্র। অমনি তোমার কল। তোমার কণ্ঠের জাদুতে আকাশ এখনই বৃষ্টি ঝড়াবে মনে হচ্ছে। আমার হাতে এখন কি আছে গেজ কর তো"। আমি বলি।

"তোমার কোন প্রিয় ফুল হবে, তাছাড়া অন্য কোন কিছু হওয়ার কথা নয়।
- ফুল ঠিক আছে। তবে আমার নয়, তোমার প্রিয় ফুল কসমস,যার সৌন্দর্যে প্রজাপতি ও কীটপতঙ্গ সহজেই আকৃষ্ট হয়। তোমার রূপেও কত জন মুগ্ধ হত!
" কিন্তু আমার ভাগ্যে কোন প্রজাপতি জোটেনি, জুটেছে কীটপতঙ্গ "ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাঁধন বলে।

আমি কথার দিক পরিবর্তন করার জন্য বলি," তোমার হাতে কি আছে আমিও কিন্তু এখান থেকেই বলে দিতে পারি"।
"বল দেখি। "
-নিশ্চয়ই কোন গল্প বা উপন্যাসের বই।
বাঁধন একটু অবাক হয়ে জানতে চায়," কি করে বুঝলে"!

আমি বিজ্ঞের মত বলি,"খুব সহজ। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া প্রতিযোগিতায় যে মেয়েটি সব সময় প্রথম হতো, তার সে অভ্যেস আজও থাকবে এটাই স্বাভাবিক"।

- হ্যাঁ, এই একটি অভ্যেস এখনও টিকে আছে। অপেরা হাউজে আসার পথে বইটি কিনলাম। পড়া হয়নি।
- কী বই?
- সিডনি শেলডনের থ্রিলার উপন্যাস "ইফ টুমরো কামস"।
আমি বললাম,"বইটা আমার পড়া আছে। গল্পের নায়িকা ট্রেসি হুইটনি। "ট্রেসির বয়স পঁচিশ, প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মুখখানায় ফুটে আছে পূর্ণ যৌনাবেদন, ঝিকমিক চোখের নরম শ্যাওলা সবুজ রঙ মাঝে মাঝে গাঢ়

সবুজে রূপ নেয় আর তার হালকা পাতলা শরীরটি সুগঠিত এবং কোমল। ট্রেসির ফর্সা গায়ের চামড়ায় গোলাপী একটি আভা আছে। তবে গোলাপ রঙটা গাঢ় হয়ে ওঠে যেন বিভিন্ন সময় তার মুড বুঝে"। ঠিক তোমার মত।

- আমার সব কিছু আজ আগুনে পোড়া অতীত!
আমি প্রসঙ্গের যবনিকা টানতে বলি,"আচ্ছা বলতো অস্ট্রেলিয়ার দাবানলের কি অবস্থা। তিন হাজার সেনা মোতায়েন করার পর এখন কি কোনো উন্নতি হয়েছে?
"ডানা ভাংগা আহত পাখির মত এই অসহায় আমার মনের দাবানলের খবর কেউ রাখে না। সবাই অস্ট্রেলিয়া,আমাজন আর যুক্তরাষ্ট্রের দাবানলের খবর রাখে। সেই দৃশ্যমান আগুনের শিখা সবার মনে রেখাপাত করে। প্রতি মুহূর্ত এক অদৃশ্য দাবানল ভস্মীভূত করছে আমার মন,আমার অস্তিত্ব, আমার স্বপ্ন,আমার ভালোবাসা। তুমি কি বলতে পার ফিনিক্স পাখির মত ছাই ভস্ম থেকে আমার পোড়া ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে বেরিয়ে আসবে! কখনো না। পত্রিকায় দেখে থাকবে দাবানলে আতঙ্ক দুটি ক্যাঙ্গারু একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছে অসহায় ভঙ্গিতে। আমার যে তাও নেই"।

ছোট শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে বাঁধন। আমি বলার মত কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।
বিশ্বমানের মোবাইল নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
বুকের ভেতর ব্যাথার দাবানল আর চোখে লোনা জলে সিক্ত বাঁধন। তার সে অশ্রু বৃষ্টি হয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাকে।
আমি মুজিব সড়ক ধরে হাঁটতে থাকি। আমার দশ মিনিট হাঁটার রাস্তাটা যেন শেষ হয় না কিছুতেই!